ইবিতে ছাত্রী নির্যাতন

ছাত্রলীগের সেই পাঁচ নেতাকর্মী সাময়িক বহিষ্কার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাকর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল শনিবার শৃঙ্খলা কমিটির সভায় তাঁদের বহিষ্কার করা হয়।

একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী কেন স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না, তা জানতে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছে ওই পাঁচজনকে। আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবাব দিতে বলা হয়েছে। জবাবে

সন্তুষ্ট না হলে সিন্ডিকেট সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উপাচার্য শেখ আবদুস সালামের সভাপতিত্বে তাঁর কনফারেন্স রুমে শৃঙ্খলা কমিটির এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে উচ্চ আদালত থেকে পছন্দের হল বরাদ্দের নির্দেশের পর গতকাল ক্যাম্পাসে এসে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের একটি কক্ষ বরাদ্দ নিয়েছেন ভুক্তভোগী ছাত্রী। পরে আবার তিনি বাড়ি ফিরে যান।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কৃতরা হলেন পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সহসভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরা, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের তাবাসসুম ইসলাম ও মোয়াবিয়া জাহান, একই শিক্ষাবর্ষের আইন বিভাগের ইসরাত জাহান মিম ও চারুকলা বিভাগের হালিমা আক্তার ঊর্মি।

প্রক্টর অধ্যাপক শাহাদাৎ হোসেন আজাদ বলেন, অভিযুক্তদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দেশরত্ন থেকে বঙ্গমাতায় ভুক্তভোগী : উচ্চ আদালত থেকে পছন্দের হল বরাদ্দের নির্দেশের পর গতকাল হল বাছাই করতে ক্যাম্পাসে আসেন ভুক্তভোগী ছাত্রী। সকাল সাড়ে ১০টার বাবা ও এক ভাইকে নিয়ে ক্যাম্পাসে আসেন তিনি। পরে দেশরত্ন শেখ

হাসিনা হল পরিবর্তন করে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ওঠার ইচ্ছা পোষণ করে আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গমাতা হলের একটি সিট বরাদ্দ দিয়েছে হল প্রশাসন। হলে সিট বরাদ্দ শেষে দুপুর ২টার পর তিনি বাড়ি চলে যান।

বঙ্গমাতা হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মিয়া মো. রাসিদুজ্জামান বলেন, ‘ভুক্তভোগী ছাত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা হল ছেড়ে দিয়েছে এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ওঠার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে একটি কক্ষে সিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু হাইকোর্টের নির্দেশনা ছিল, সে জন্য তাকে সিঙ্গল সিট দেওয়া হয়েছে।’

ভুক্তভোগী ছাত্রী বলেন, ‘দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে আমার ভয় ও শঙ্কা রয়ে গেছে। ওখানে থাকা এখন নিরাপদ মনে করছি না। এ জন্য হল পরিবর্তনের আবেদন করেছি।’

প্রক্টর শাহাদৎ হোসেন আজাদ বলেন, ‘ওই ছাত্রীকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দিয়ে ক্যাম্পাসে আনা হয়েছে। ক্যাম্পাসে অবস্থানকালে তার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সচেষ্ট থাকব।’

অভিযুক্তদের স্থায়ী বহিষ্কার দাবি : সাময়িক বহিষ্কার হওয়া পাঁচ ছাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানানো হয়।

অভিযুক্তদের সাময়িক বহিষ্কারের পর এক প্রতিক্রিয়ায় ভুক্তভোগী ছাত্রী বলেন, ‘আমার ওপর তারা যে অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে, তাতে অস্থায়ী বহিষ্কার নয়, আমি তাদের স্থায়ী বহিষ্কার ও ছাত্রত্ব বাতিল চাই। তা না হলে ক্যাম্পাসে ফিরলে আমাকে মেরে ফেলার আশঙ্কা থাকবে। পরবর্তী সময়ে কেউ যেন আর কারো সঙ্গে এমন কিছু না করতে পারে সেটাই আমার চাওয়া।’

ভুক্তভোগীর বাবা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের স্থায়ী বহিষ্কার করতে পারবে কি না এ বিষয়ে আমরা সন্দিহান। এ ধরনের অপরাধীরা ক্যাম্পাসে আর না থাকুক সেটাই চাই আমরা।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী আতিকুর রহমান বলেন, ‘যেভাবে নির্যাতন করেছে, এটি নিঃসন্দেহে ফৌজদারি অপরাধ। মহামান্য হাইকোর্ট থেকে তাদের অপরাধের প্রমাণ পেয়ে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছে, এরপর তাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার আর কোনো অধিকার থাকে না। তাদের স্থায়ী বহিষ্কার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সাবেক আইন প্রশাসক ও আইন বিভাগের অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘যে ঘটনা ঘটেছে এটি অবিশ্বাস্য ও জঘন্য। এই অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে ছাত্রত্ব বাতিল ছাড়া অন্য কোনো শাস্তির প্রশ্নই আসে না। সে ক্ষেত্রে সরাসরি ছাত্রত্ব বাতিলের আগে

সাময়িক বহিষ্কার করে কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়।'

তিনি বলেন, 'শৃঙ্খলা কমিটি থেকে সুপারিশ করা হলে সিন্ডিকেট সর্বোচ্চ অথরিটি হিসেবে সেই সুপারিশ রাখতে পারে বা যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট তার এখতিয়ার অনুযায়ী অভিযুক্তদের স্থায়ী বহিষ্কার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিল করতে পারবে।'

দাখিল হওয়া তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গত বুধবার ওই পাঁচ ছাত্রীকে সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হল প্রাধ্যক্ষকে প্রত্যাহার এবং ভুক্তভোগী ছাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাঁর পছন্দের হলে সিট বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্টের নির্দেশের দিনই ওই হলের প্রাধ্যক্ষকে প্রত্যাহার করে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর আগে হল প্রশাসনের করা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা মিললে ওই পাঁচজনকে হল থেকে বহিষ্কার করে হল প্রশাসন। এ ছাড়া শাখা ছাত্রলীগের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে সহসভাপতি অন্তরা ও চার কর্মীকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় কমিটি। হল থেকে বহিষ্কারের পর অভিযুক্তরা মালপত্র নিয়ে হল ছাড়েন।